মঞ্চ সংবাদ

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ● সংখ্যা ১৮—১৯

ভিতরে দেখুন

- তথ্য সংবাদ ৯
- সম্পাদকীয়'র বদলে ১০
- মঞ্চ বার্তা ১১
- কারখানা সংবাদ ১২
- বি আই এফ আরে এই রাজ্য ১৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে খোলা চিঠি

মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ, কলকাতা-৭০০০০১

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী,

আপনার উদ্দেশ্যে আমরা এই চিঠি লিখছি এমন এক সময়ে যখন সারা ভারত জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া অর্থ-নীতি ও শিল্পনীতির প্রভাবে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী তাঁদের কাজ হারাচ্ছেন। এই নীতি ঘোষণা করার সময় থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার এমনভাবে একটা ছবি নাগরিকদের কাছে হাজির করেছিল যাতে করে, স্বীকার করতে হবে, বহু 'শিক্ষিত' মানুষ জেনে বা না জেনে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কেউ এই নীতির পক্ষে প্রচারে নেমেছিলেন, আবার কেউ প্রচার করা বক্তব্যের সত্যতা মনে মনে স্বীকার করেছিলেন। অন্যদিকে যারা এই নীতি ভ্রান্ত বলে মনে করেছিলেন, গত তিন বছরে তাঁদের আশঙ্কা সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে বা হতে চলেছে। সাধারণ ও খেটে খাওয়া মানুষের ওপর এই নীতির কুফল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাঁদের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে, জীবনযাত্রার মান আরো নীচু হয়েছে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কর্মচ্যুতি।

এসবের বিরুদ্ধে সারা দেশের নানান জায়গায় মানুষ আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। সঠিক ভাবেই আপনার সরকার ও আপনি বিভিন্নভাবে সেই সব কেন্দ্রীয় সরকার-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছেন এবং সেই প্রতিবাদে নিজেদেরও সামিল করছেন।

কিন্তু আপনারা একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতিগুলোর বিরোধিতা করছেন, অন্যদিকে আমরা বলতে বাধ্য, যে সেই নীতিগুলোই আপনার সরকার পশ্চিমবঙ্গে কার্যকরী করছে বলে আমরা লক্ষ্য করছি। আপনার নেতৃত্বে আপনার সরকার ক্ষেত্রের যে যে কাজের, মুখে বিরোধিতা করছে বা অন্যান্য রাজ্য সরকারের কাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হচ্ছে, ঠিক সেই ধরণের অনেক কাজই এ রাজ্যে আপনার সরকারকে করতে দেখে আমরা বিস্মিত। আমরা বুঝতে পারছি না যে কেন একই কাজ, একই ভাবে, কিন্তু ভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে করার জন্যে, একই অভিযোগে আপনাকেও অভিযুক্ত হতে হবে না।

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমরা জানি যে আপনার কাছে কোনো তথ্যই হয়ত অচেনা বা অজানা লাগবে না, তবু আপনার কথায় ও কাজে অমিলটা কোথায় সেটা স্পষ্টভাবে আপনার কাছে তুলে ধরতেই আমাদের এই বিনীত চিঠি।

বেসরকারিকরণ

ইস্কো বেসরকারিকরণের চেষ্টা যখন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করে, তখন থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে আপনি খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবেই এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করেছেন। সেই বিরোধিতায় নীতিগত ও পদ্ধতিগত প্রশ্ন বেশ জোরের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছিল।

অন্যদিকে আপনার সরকার কার্যত বেসরকারিকরণ করে চলেছে বেশ কয়েক বছর ধরেই। আমরা কয়েকটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি—

* ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুটার (দিগ্বিজয় ব্র্যাণ্ড) একটি রাজ্য সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগ ছিল খড়গপুরে; '৮০ দশকের গোড়ার দিকে যেটাকে সরকার বেসরকারি মালিকের হাতে দিলে কোম্পানীটির নাম হয় অরবিন্দ বেনালী। কোম্পানীটি আজও বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।

* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইলেকট্রনিক্স ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত ১৫টা চালু ইউনিটের মধ্যে যেগুলো লাভজনক ছিল বা যেগুলোতে লাভ হতে চলেছিল সে-গুলোকে সরকার প্রথমে ব্যক্তি মালিকদের সঙ্গে যৌথভাবে

(জয়েন্ট সেক্টর) চালাতে শুরু করে—যেমন ওয়েবেল কার্বন এ্যাণ্ড মেটালস্ ফিল্ম রেসিসটরস্; ওয়েবেল সেন ক্যাপাসিটরস; ওয়েবেল নিক্কো ইলেকট্রনিক্স; ওয়েবেল টুল সিণ্ড; ওয়েবেল জেনসন নিকলসন; ওয়েবেল কম্যুনিকেশন; ওয়েবেল ইলেকট্রোসেরামিক্স ইত্যাদি। এরপর এই সব যৌথ উদ্যোগে ভাল লাভ করা কয়েকটা ইউনিটকে পুরোপুরি ব্যক্তি মালিকদের বেচে দেওয়া হয়েছে—যেমন ওয়েবেল টেলিম্যাটিকস্। '৯২ সালে এটি জয়েন্ট সেক্টরে গিয়েছিল এবং '৯৪ সালে লাভজনক অবস্থায় বহুজাতিক সীমেনস্ কে দেওয়া হলে নাম বদলে হয় সীমেনস্ টেলিম্যাটিকস্। আর একটি উদাহরণ ওয়েবেল ইলেকট্রোসেরামিক্স। আবার ওয়েবেল নিক্কোর সম্পূর্ণ পরিচালন ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নিক্কো গ্রুপের ম্যানেজমেন্ট-এর হাতে, যদিও তা এখনও যৌথ উদ্যোগে চলছে।

* রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন একমাত্র চটকল ভারত জুট প্রসেস আজ নামে মাত্র সরকারি উদ্যোগ। চুক্তি করে কনভার্শন প্রক্রিয়ায় এই মিলটি চালাচ্ছে ব্যক্তি মালিক বি সি জৈন। এই মিলটিতে কুখ্যাত 'কাটাইতি' প্রথার মাধ্যমে শ্রমিকদের মাইনে বাধ্যতামূলকভাবে কম দেওয়া হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা চলে যে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এন জে এম সি অতীতে একই রকমের কনভার্শন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিমালিকদের সাহায্যে তাদের চটকলগুলো চালানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। তখন আপনি ও আপনার সরকার সে প্রস্তাবের জোরদার বিরোধিতা করেছিলেন।

* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চালানোর উদ্দেশ্যে ভারত ইলেকট্রিকালস কারখানাটি কিনে নিয়ে চার বছর বন্ধ অবস্থাতে ফেলে রাখে। শেষে এ কে সাহা-র কাছে সেই কোম্পানী আবার বিক্রি করে আর্থিক লাভ করে। বামফ্রন্ট সরকার এই লাভের এক পয়সাও কর্মচ্যুত ও প্রায় অনাহারে থাকা সেই কোম্পানীর শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয়নি।

* একইভাবে চৌরঙ্গীর ওপর রিট্জ কন্টিনেন্টাল হোটেল কেনার পর সেটাকে না খুলে পিয়ারলেসের পি সি সেনের হাতে দিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার, অবশ্যই লাভ করে।

* চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় রাজ্য সরকার ন্যাশনাল ট্যানারি '৯১ সালে হাইকোর্টে কিনে নেয়। '৯২-এর নভেম্বরে কারখানাটি দখল নিলেও আজও সে কারখানা খোলেনি। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে সরকার অনুমতি চেয়ে আবেদন করে যাতে এই কারখানা ব্যক্তিমালিকদের হাতে তুলে দিতে পারে আর যাতে সরকারকে শ্রমিকদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য দিতে না হয়। গত ৭ সেপ্টেম্বর '৯৪ আদালতে প্রথম আবেদন মঞ্জুর হলেও দ্বিতীয়টি হয়নি। আদালত একমাসের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া বাবদ ১৫ লাখ টাকা সরকারকে দিতে আদেশ করেছেন।

* ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটা মাছ চাষ প্রকল্পই লাভজনক। এর মধ্যে সুন্দরবনে জেগে ওঠা চরে অতি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় 'মীনদ্বীপ চিংড়ী প্রকল্প' এক জাপানি বহুজাতিকের হাতে দিয়ে দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুটো গ্যাস টার্বাইন ছিল কসবাতে। এই টার্বাইন দুটো বিনা পয়সায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন-এর গোয়েঙ্কাদের।

এবার আসা যাক গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের প্রশ্নে। মোট যে ৮০টি সংস্থা আজ রাজ্য সরকার অধিগৃহীত বা সরকারি পরিচালনাধীন, তার মোটে ৬টা লাভজনক। এই ৬টার মধ্যে পড়ে এই গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল। গত বছর ছাড়া প্রতি বছরই এই হোটেল লাভ দিয়েছে সরকারকে। অন্যান্য অ-লাভজনক সংস্থার জন্যে প্রতি বছর সরকার ভরতুকি বাবদ ১১০ কোটি টাকা খরচ করে। এ হেন অবস্থায় কেন সংস্থাগুলো রুগ্ন ও অ-লাভজনক হচ্ছে তার কারণ সঠিক প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান না করে, রুগ্নতা কাটানোর বিকল্প পন্থা ও প্রস্তাব নিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা না করেই একটা লাভজনক সংস্থাকে ব্যক্তি মালিক বা গোষ্ঠির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার।

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, ইস্কোর ব্যাপারে আপনি এক সঠিক পদ্ধতিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে রুগ্ন শিল্প হিসেবে ইস্কোকে বি আই এফ আর-এ না পাঠিয়ে সরাসরি তা বেসরকারিকরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল কেন। কিন্তু গ্রেট ইস্টার্ণের ক্ষেত্রে সেই একই রাস্তা নিল আপনার সরকার।

ইস্কোর ক্ষেত্রে তবু তো গ্লোবাল টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সঠিক পদ্ধতিকে পাশ কাটিয়ে গ্রেট ইস্টার্ণের ক্ষেত্রে এক বহুজাতিক সংস্থার হাতে এই হোটেলটিকে সরাসরি তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হল।

'সেল'-এর জমা দেওয়া পুনরুজ্জীবন প্রস্তাব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে ইস্কোকে বেসরকারিকরণ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে, আপনি সঠিক ভাবেই প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু একই ব্যাপার দেখা গেল গ্রেট ইস্টার্ণের ক্ষেত্রে, যখন কলকাতার ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ('৮৭) ও

ইউ পি রাজকীয় নির্মাণ নিগমের ('৯৩) প্রস্তাব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা না করেই হোটেলটিকে এ্যাকর এশিয়া প্যাসিফিকের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিল আপনারই সরকার।

রাজ্য সরকার দাবী করছে যে হোটেলটার আধুনিকীকরণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি আছে বলেই এ্যাকর এশিয়া প্যাসিফিকের প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ রাজকীয় নির্মার্ণ নিগমের প্রস্তাব থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি আমাদের দেশীয় সংস্থাগুলোতেও আছে।

সবিনয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ঠিক যেমন ইস্কোর বেসরকারিকরণের রাস্তা পরিষ্কার করতে ইস্কোর সম্পত্তির মূল্য কমিয়ে দেখিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার, ঠিক তেমনই রাজ্য সরকার গ্রেট ইস্টার্ণের ২০০ কোটি টাকারও বেশী সম্পত্তির মূল্য খাতায় কলমে দেখিয়েছে মাত্র ২৭ কোটি টাকা।

ইস্কোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন যুক্তি দেখিয়েছিল ঠিক তেমনই রাজ্য সরকার আধুনিকীকরণের টাকার অভাবকে গ্রেট ইস্টার্ণ বেসরকারিকরণের পক্ষে যুক্তি হিসেবে দেখিয়েছে। অথচ আই আই এম-এর প্রস্তাবে আধুনিকীকরণের জন্যে টাকা, সরকারকে দিতে হত না।

আপনি সঠিক ভাবেই বলেছিলেন যে ইস্কোকে অ-লাভজনক দেখানোর নানারকম চক্রান্ত করা হয়েছে যাতে সেটাকে বেসরকারিকরণ করা সহজ হয়। একইভাবে গ্রেট ইস্টার্ণের টাকা কয়েকটা সরকারি দপ্তর বাকি রেখেছে; সঞ্চিত পুঁজি পর্যটন মন্ত্রকের অন্যান্য খাতে সরানো হয়েছে; হোটেলের ঘরগুলোকে কম দরে মাসিক ভাড়া নিয়েছে সরকারি দপ্তর ও বেসরকারি সংস্থা; সরকারি অতিথিদের বিল মেটানোর সময় অযৌক্তিক চড়া হারে ডিসকাউন্ট কেটে নিয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রক।

'দেশে তিন লক্ষ বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের মাত্র কয়েকশ' তো সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে—বাকি সবই ব্যক্তিমালিকদের হাতে—ফলে বেসরকারি মালিকরা যে শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশী দক্ষ বা যোগ্য তা প্রমাণ হয় কী ভাবে?' ইস্কো বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রচারে আপনি এই যুক্তি নানা জায়গায় খুব সঠিকভাবে তুলে ধরেছিলেন। আমাদের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী টাটা, বিড়লা, মফতলাল, গোয়েঙ্কা, সাহু জৈন, সিংহানিয়া, কোঠারি ও কির্লোস্কারের মতন প্রথম সারির শিল্প গোষ্ঠী, তাদের পরিচালিত ১৪০টা কোম্পানীতে কয়েক হাজার কোটি টাকা, কয়েক বছর ধরে লোকসান করছে। কিন্তু তবু আপনার সরকার গ্রেট ইস্টার্ণের পরিচালনভার বেসরকারি সংস্থাকেই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রিয় মুখমন্ত্রী, নিশ্চয়ই মানবেন যে গ্রেট ইস্টার্ণে ধনীরা খায় কি না সেটা অন্য প্রশ্ন। আসলে বেসরকারিকরণের প্রশ্নে এই নীতিগত সিদ্ধান্তটাই আমরা ঠিক বলে মনে করছি না।

এই অংশ শেষ করার আগে একটা কথা বলার দরকার। আমরা দেখছি যে আপনার সরকার সেই শিল্প বা সংস্থাকেই ব্যক্তিমালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে বা দেবার কথা ভাবছে যা লাভজনক বা লাভ করবেই। এমন একটাও সত্যিকারের 'অ-লাভজনক' সংস্থা নেই যা বেসরকারিকরণ করা হয়েছে।

বিদেশী বিনিয়োগে শিল্প গড়া

শিল্প গড়তে অবাধ বিদেশী বিনিয়োগ ও সাহায্য নেবার যে কুফল আছে সে সম্পর্কে আপনি ও আপনার সমর্থকরা খুব স্পষ্ট ভাবেই বিরোধিতা করেছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহারাষ্ট্রে আপনাদের মতের সমর্থকরা চূড়ান্ত লড়াই চালাচ্ছেন দাভোল পাওয়ার কোম্পানীর বিরুদ্ধে। এখানে ৩০০২ কোটি টাকার এই বিদ্যুৎ প্রকল্পে টাকা ঢালছে দেশের ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী সংস্থা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং মার্কিনী বহুজাতিক 'এনরণ'। এই কোম্পানীর ৮০% শেয়ার থাকবে এনরণ-এর হাতে। এনরণ-এর মুনাফা সুরক্ষিত রাখতে মহারাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য থাকবে। ফলে এ ধরণের জনস্বার্থ-বিরোধী প্রকল্পের বিরোধিতা করাটা উচিৎ এবং তা আপনারা করছেনও।

অথচ এ রাজ্যের ক্ষেত্রে আপনারা আজ বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্যে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের ঘাটতি মেটাতে আপনার সরকার বাধ্য হয়ে বিদ্যুতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারে দাভোলের মতনই আপত্তিজনক চুক্তিতে সই করছে বা করতে চলেছে। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা এগিয়ে চলেছে কিছু জাপানী, জার্মান ও মার্কিনী বহুজাতিকের সঙ্গে। এমন এক চুক্তির খবর পাওয়া গেল যেখানে যাই ঘটুক না কেন, যে করেই হোক বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের বিনিময়ে প্রথম বছরে ১৬% লাভ নিশ্চিত করতে আপনার সরকার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

আপনিও বোধহয় একমত হবেন যে দাভোলে যা ঘটাচ্ছে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসী সরকার, আপনার সরকারকেও

'বাধ্য' হয়ে তেমনটাই করতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। মহারাষ্ট্র সরকার এ ব্যাপারে যে সাফাই দিচ্ছে তার সঙ্গে খুবই মিল আপনার সরকারের অসহায় যুক্তির।

আপনি বিভিন্ন আলোচনায় ও লিখিত বক্তব্যে আরো জানিয়েছেন যে (১) উভয় দিকের স্বার্থ রক্ষিত হবে এমন সব ক্ষেত্রেই আপনারা বিদেশী বিনিয়োগ চান (২) কর্মসংস্থান বাড়াতে ও উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজনে বিদেশী সাহায্য নেবেন (৩) কর্মসংস্থান ও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর কথা মাথায় রেখেই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করবেন (৪) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছে বিশেষ কয়েকটি শিল্প যেখানে বিদেশী পুঁজি আনা হবে যেমন বিদ্যুৎ, পেট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ফুড প্রসেসিং ইত্যাদি।

আপনার এই বক্তব্য সম্পর্কে আমরা কয়েকটা প্রশ্ন আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই—প্রথমতঃ, পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২,০০০ কোটি টাকার দেশীয় ও বিদেশী পুঁজি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে লগ্নী হবে। সর্বভারতীয় এক কমিটি—যাতে আপনাদের মতের সমর্থক বিশেষজ্ঞরাও আছেন—মতামত দিয়েছেন যে এর ফলে বিদ্যুতের দাম খুবই চড়া হবে—ফলে তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে—আর তা না হলে রাজ্য সরকারকে এখনকার তুলনায় অনেক বেশী ভরতুকি দিতে হবে। পাশাপাশি আছে বিদেশী পুঁজি লগ্নীকারীদের চড়া হারে লাভ নিশ্চিত করার চুক্তি। সেক্ষেত্রে এ ধরণের পরিকল্পনায় রাজ্যে সরকার বা সাধারণ মানুষের কী ভাবে স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে তা আদপেই পরিষ্কার নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এটা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে আধুনিক প্রযুক্তি খুব কম ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়। বেশি পুঁজি লগ্নী করে, কম লোক দিয়ে, বেশী উৎপাদন করাটাই আজ আধুনিক পুঁজির ধর্ম। ফলে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আনা যায় কিন্তু তা কি সত্যিই উল্লেখযোগ্য ভাবে কর্মসংস্থান বাড়াবে?

তৃতীয়তঃ, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে যে শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগের অবাধ অনুমতি দেওয়ার কথা চলছে, সেই সব শিল্পের থেকে তৈরী হওয়া সামগ্রী সাধারণ মানুষের কতটা কাজে লাগবে? তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কতটা সফল হওয়া যাবে? এর কোনোটাই কি সাধারণ মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তর?

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি আপনার সরকার এবং আপনার মতের সমর্থকরা গত কয়েক দশক ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে অবাধে ঋণ নেওয়ার বিরোধিতা করেছেন। এ নিয়ে ঐতিহাসিক সব আন্দোলনে নেমেছেন বা সামিল হয়েছেন। সঠিক ভাবে বলেছেন এই ঋণ নেওয়া দেশকে বিকিয়ে দেবার সমান। সাধারণ মানুষ যারা আপনাদের সমর্থক, তাঁরা প্রায় সকলেই জানেন যে রাজনৈতিকগতভাবে ও নীতিগতভাবে আপনারা বিদেশী অর্থলগ্নী সংস্থার (যেমন বিশ্ব ব্যাঙ্ক ইত্যাদি) থেকে ঋণ নেবার বিরোধী। কিন্তু তাঁদের ক'জন জানেন যে '৭৭ সাল থেকেই বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী সংস্থা থেকে আপনার সরকার সমানে ঋণ নিয়ে চলেছেন? ক'জন জানেন যে বর্তমান হিসেবে বিশ্বব্যাঙ্ক সহ এই সমস্ত সংস্থার ১১টা চালু প্রজেক্ট আছে যাতে ইতিমধ্যে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৯,৫০০ কোটি টাকা এবং '৯৮ সালের মধ্যে ঋণ দেওয়া হবে আরো ১,১১৬ কোটি টাকা? তাঁরা কি জানেন যে '৯১-৯২-এর রাজ্য বাজেটে ২০০ কোটি টাকা সরিয়ে রাখতে হয়েছে এই সব ঋণের শুধু সুদ বাবদ? ক'জন জানেন যে এই ২০০ কোটি টাকা সরকারকে জোগাড় করতে হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীন ক্ষুদ্র-সেচ প্রকল্প, গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প, শহরের নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে (সি এ জি রিপোর্ট ১৯৯৪)?

অন্যদিকে আবার বিদেশী ঋণ নিয়ে পরিষেবা মূলক ও জনকল্যাণ মূলক খাতে ব্যয় কমানোর জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আপনার সরকার ও সমর্থকরা আন্দোলন করছেন।

আপনার সরকারের এই কাজ এবং একই কাজ (পরিষেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক খাতে খরচ কমানো) করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন—এই দুয়ের গভীর দ্বন্দ আমাদের অবাক করে।

কর্মচ্যুতি, সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান

রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে তা ব্যাপকভাবে কর্মচ্যুতি ঘটাচ্ছে বা ঘটাবে এবং এর ফলে সেখানকার শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বলে কিছুই থাকবে না। কেন্দ্রীয় সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবীর পক্ষে ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে আপনি যে কেবল বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রেখেছেন তাই নয়, একাধিক চিঠিতে আপনি ও আপনার সরকারের শ্রমমন্ত্রী এসবের তীব্র নিন্দা করে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আপনারা খুব স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে ইংল্যাণ্ড, মার্কিন দেশ বা জাপানে যেভাবে সরকারের তরফ

থেকে কর্মচ্যুতি বা ছাঁটাই ভাতা দেওয়া হয়, আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার ও মালিকদেরও তেমন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাশাপাশি গত ৫ বছরে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বি আই এফ আর-এ পাঠানো ১৫৮টা কারখানার মধ্যে ৩৯টাতে দেড় লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছেন। শ্রমমন্ত্রীর হিসেবেই রাজ্যে প্রায় ৫৫ হাজার ছোট, বড় ও মাঝারি শিল্প বন্ধ বা রুগ্ন—ফলে মোট হিসেবে কর্মচ্যুত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখের মতন। এই কর্মচ্যুত শ্রমিকদের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নে শ্রমমন্ত্রী বলেন যে 'আমাদের তো কেন্দ্রের মতন টাকা ছাপানোর মেশিন নেই যে ইচ্ছে মতন ছাপিয়ে নেবো'! যে মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে অহরহ দায়িত্বপূর্ণভাবে পরামর্শ দেন তাঁরই মুখ থেকে এই ধরণের হাল্কা কথায় আমরা নিন্দা করি।

যখন ন্যাশনাল ট্যানারি শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মাননীয় আদালতে জানানো হয় যে এই কারখানার ৩৬৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ১৬জন অনাহারে মারা গেছেন বা আত্মহত্যা করেছেন, তখন রাজ্য সরকারের এ্যাডভোকেট জেনারেল কোর্টে দাড়িয়ে বলেন যে এরা 'এ্যাডভেঞ্চারিস্ট'। উল্লেখ করা চলে যে এই কারখানাটি সরকার কিনে নিয়েও তিন বছর খোলার ব্যবস্থা করেনি।

এ প্রশ্ন বোধহয় করাই যায় যে তামিলনাড়ু সরকার যদি বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জন্যে মাসিক ভাতা চালু করতে পারে তা হলে এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই কেন? কলকাতার উন্নয়নের জন্যে যদি দীর্ঘ আন্দোলন করে ১,৮৬০ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে 'ছিনিয়ে' আনা সম্ভব হয়, তাহলে রাজ্যের বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দেবার তহবিল গড়ার, আন্দোলন তো দূরের কথা, দাবীও তোলা যায় না কেন?

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি শুধু যে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী বাজেটের বিরোধিতা করেন তাই নয় '৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় অর্থ ও শিল্প-নীতির বিকল্প এক খসড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমাও দিয়েছেন। তাতে আপনি স্পষ্ট বলেছেন যে দেশের অর্থনীতিবিদদের প্রধানতঃ এক সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে চেষ্টা রাখতে হবে যাতে (১) দেশের বেশির ভাগ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। আপনার মতে (২) শিল্প উৎপাদন এমন হওয়া দরকার যাতে উৎপাদনের মোট ৯০% হয় দেশের ৯০% মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্তর আর বাকি ১০% হয় দেশের ১০ ভাগ মানুষের বিলাস সামগ্রী। আপনি আরো বলেন যে (৩) শিল্প হলেই হবে না—শিল্প যা উৎপাদন করছে তা বেশির ভাগ মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত কিনা তা দিয়েই শিল্পকে বিচার করতে হবে। খুব সঠিক ভাবেই আপনি আরো বলেন যে (৪) যতদিন না শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে ততদিন শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি হবে না।

অন্যদিকে আমরা দেখছি হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্ তৈরী করা নিয়ে সরকারি তরফে ভয়ঙ্কর তোড়জোড়, অথচ ৩,৬০০ কোটি টাকার এই প্রজেক্ট শেষ পর্যন্ত যতদিনে উৎপাদন শুরু করবে ততদিনে দেশের মধ্যেই খান তিনেক (তৈরী হচ্ছে এমন) পেট্রোকেমিক্যাল প্রজেক্ট বাজার দখলের লড়াই এ অনেকটাই এগিয়ে যাবে। দেশের বাজারে চাহিদার থেকে উৎপাদন হবে বেশী। বিদেশী কাঁচা মাল নিয়ে কাজ করা সংস্থা বিদেশী বাজারে কতটা ঢুকতে পারবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস-এ, অর্থ নৈতিক সংকটে থাকা রাজ্য সরকারকে এখনকার হিসেবে কম করে ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। যার ফলে অন্যান্য পরিষেবামূলক খাতের খরচ সরকার কমাতে বাধ্য হবে। পাশাপাশি হলদিয়া থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন পলিথিন বা পলিয়েস্টার তন্তু ক্ষতি করতে পারে চটজাত দ্রব্যের বাজারকে। চট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৪০ লাখ পাট চাষী ও প্রায় ২ লাখ চটকল শ্রমিকের জীবনে ঘনিয়ে আসতে পারে দুর্যোগ। চট শ্রমিক আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার দরবার করছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদির ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ আইন ঠিক মতন কার্যকরী করতে, যাতে চটের থলির বাজার ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। ঠিক পাশাপাশি হলদিয়াতে অন্যান্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পলিথিন তন্তু উৎপাদিত হবে। বাম মনোভাবাপন্ন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা অনেকেই একমত যে হলদিয়ার পেট্রোকেম প্রকল্পের চেয়ে চট শিল্প আজ অনেক সম্ভাবনাময়, অনেক কর্মসংস্থান দিতে পারে, অনেক কম পুঁজির প্রয়োজন—এক কথায় অনেক জনমুখী।

পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত হলদিয়া বাদে নতুন শিল্প গড়ার প্রশ্নে রাজ্য সরকারের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে কম্প্যুটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার বা ইলেকট্রনিকস্ বা জাহাজ ভাঙার শিল্পের দিকেই বেশী, যে শিল্পগুলোতে না দেওয়া যাবে উল্লেখযোগ্য কর্ম-সংস্থান, আর না সেইসব শিল্পের উৎপাদন দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজে আসবে। কিন্তু এ সবেই পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় প্রচুর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়

রাজ্য সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের একটি সংস্থার। ওয়েবেল টেলিম্যাটিকস্ নামের এই ইউনিটে ২২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে কর্মসংস্থান হয়েছিল মাত্র ৮৭ জনের। এখন অবশ্য এটি সীমেনস্‌কে (বিদেশী বহুজাতিক) পাকাপাকি ভাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য দেওয়া যায়—

[] গত ১৮ বছরে পশ্চিমবঙ্গে শুধু সংগঠিত শিল্পে কর্মরত শ্রমজীবী ও কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১১ হাজার।

[] বেশ কিছু রাজ্য সরকারি সংস্থা উঠে গেছে, যেমন ওয়েস্টবেঙ্গল সিমেণ্ট কর্পোরেশন—যেখানকার শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ বাবদও কিছু পাননি।

[] কিছু রাজ্য সরকারি সংস্থায় কর্মী সংকোচন হয়েছে যেমন ময়ূরাক্ষী কটন মিল, যেখানকার ১,৫০০ শ্রমিক আজ ২৫০-এ দাঁড়িয়েছে।

[] '৮৭ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে টিটাগড় পেপার মিল। এই রাজ্য সরকারি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গের দুটি ইউনিটে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫,০০০। আপনার সরকার ওড়িশার তৃতীয় ইউনিটটাকে ওড়িশা সরকারের কাছে বেচে দিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে রাজ্যের একটা ইউনিটের ৩,২০০ শ্রমিককে বিদায় জানিয়েছে। বর্তমানে টিটাগড় স্টীলের জে পি চৌধুরী বি আই এফ আর-এ থাকা এই পেপার মিল পুনরুজ্জীবনের যে স্কীম জমা দিয়েছে তাতে বাকী ১,৮০০ জন শ্রমিককেও ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত আছে। এবং আপনার সরকার পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে এই প্রকল্পকে। বলা বাহুল্য, আমরা এতে বিস্মিত।

শেষের এই উদাহরণই প্রমাণ করছে যে শিল্পায়ন ও শিল্প পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে **কর্মসংস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই।**

রুগ্ন শিল্পের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প সম্পর্কে এক কথায় বলতে গেলে আপনার সরকারের সঠিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই বলেই মনে হয়। আপনার সরকার খুব সততার সঙ্গে বলে যে, নতুন শিল্পের জন্যেই পুঁজির অভাব—এতো বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পে কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই—কেন্দ্রীয় সরকারি অধিগ্রহণই এদের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে। কিন্তু কেন এই বন্ধ হওয়া, কেন এই রুগ্নতা সে ব্যাপারে আপনার সরকার আজ পর্যন্ত বিস্তারিত কোনো অনুসন্ধান চালায়নি।

সারা রাজ্যে হাজার হাজার বন্ধ কারখানায় জমি, শেড ও মেশিন পড়ে আছে—লাখ লাখ দক্ষ শ্রমিক অনাহারে, অসুখে ও হতাশায় কাজের অভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার সরকার আসলে এ ব্যাপারে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে। শুধু আইন ও শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে রাজ্য সরকার শ্রমিক ও শিল্পকে দেখেন—তাই শিল্পক্ষেত্রে ডি এম, এস পি-রাই আজ মুখ্য।

শিল্প গড়তে মূলতঃ লাগে জমি, শ্রমিক ও মূলধন। জমি আছে, শ্রমিক আছে, অভাব পরিকল্পনার ও যুক্তি সঙ্গত পুঁজি বিনিয়োগের। অভাব দৃষ্টিভঙ্গির। তাই আপনি ও আপনার সরকার কয়েক হাজার কোটি টাকা দিয়ে শহর কলকাতাকে সাজাতে পারবেন; বিদেশী পুঁজি আহ্বান করে শহর কলকাতায় গড়ে তুলবেন ব্যাঙের ছাতার মতন ব্যবসায়িক হাসপাতাল, হোটেল ও শপিং সেণ্টার; ব্যক্তি মালিকদের বিশ্বাসভাজন হতে, লাভজনক কারখানা তুলে দেবেন তাদের হাতে; কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট ও আন্দোলন কমিয়ে বাড়াতে পারবেন বেআইনী লক আউট ও ক্লোজার। বিনিয়োগ কমে যাবার ভয়ে অসাধু মালিকদের আপনারা ছেড়ে দিচ্ছেন যারা অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের পি পি এফ ও ই এস আই-এর টাকা মেরে দেয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রে, যেখানে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে সংখ্যায় বেশী, সেখানে পি এফ, ই এস আই বকেয়া কেন পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় মাত্র ১০ শতাংশ—আর তবু কেন সেখানে শিল্পে বিনিয়োগ কয়েকশ' গুণ বেশী হয়?

আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অভাব আসলে সদিচ্ছারও। তা না হলে কেন আজ রোলিং মিলগুলো, ভেষজ কারখানাগুলো, কাগজ ও সুতাকলগুলো বন্ধ হয়ে পড়ে আছে? আপনি বলছেন বারবার যে পশ্চিমবঙ্গে চামড়া ও পাদুকা শিল্পের অনেক সম্ভাবনা—অথচ ন্যাশনাল ট্যানারির মতন কারখানা কিনে নিয়েও তিন বছর বন্ধ অবস্থায় ফেলে রেখেছেন। চট শিল্পে কয়েকটি গোষ্ঠী আজ রমরমা ব্যবসা করছে—কিন্তু রাজ্য সরকারের একমাত্র চটকল না চালিয়ে ব্যক্তিমালিককে দিয়ে তা চালানো হচ্ছে।

আমরা প্রশ্ন করতে চাই, সত্যিই কি শুধু পুঁজির অভাবে জমি, মেশিন ও শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও বন্ধ কারখানাগুলি চালু করা যাচ্ছে না? ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন গত দশ বছরে রাজ্যে শিল্প গড়তে যে টাকা ধার দিয়েছে, তেমন সংস্থার কটা আজ চালু এবং কটা রুগ্নতা মুক্ত? পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক পরিষদীয় কমিটির এ বছরের রিপোর্টও সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে

সরকারি কর্পোরেশনটির রাজ্যের শিল্পায়নে কোনো ভূমিকাই নেই। এই সংস্থাটি তৈরীর উদ্দেশ্য বিফল হয়েছে।

ভুল নীতি আর ভুল আইনও শিল্পের ক্ষতি করছে। এক দিকে বছর বছর উদ্বৃত্ত বাজেট দেখিয়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন খাতে কোনো ব্যয় করা হচ্ছে না (সি এ জি রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)

অন্যদিকে পরিকাঠামোর উন্নতি করার জন্যে (যেমন রাস্তা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) বিদেশী পুঁজিকে অবাধ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ফলে বিদেশী পুঁজির সুদ দেবার জন্যে রাজ্য বাজেটে পরিষেবা মূলক ব্যয় কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এ রাজ্যে হোসিয়ারী ও পাওয়ারলুম শিল্প এক সময় সারা ভারতের ১০% বস্ত্র উৎপাদন করত—এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০-১৫%-এ আইন করে পাওয়ারলুমে গেঞ্জীর কাপড় তৈরী করা নিষিদ্ধ হয়েছে—কিন্তু কম্পোজিট সুতো-কলগুলো তাও বাঁচানো যায়নি। ফলে এ রাজ্যের ১,৫০০ কোটি টাকার সুতোবস্ত্রের বাজার নেমে দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটিতে। ব্যবসা করছে কটক, লুধিয়ানা, কোয়েম্বাটুর ও মহারাষ্ট্র। বস্ত্রশিল্পে জোগান দিতে পশ্চিমবঙ্গে তুলো চাষ করা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজনও বোধ করেনি আপনার সরকার।

সাক্ষরতার প্রসার বাড়ছে, বাড়ছে কাগজের চাহিদা, কিন্তু কাগজ কলগুলো বন্ধই পড়ে থাকছে উদ্যোগের অভাবে। এই শিল্পে কাঁচা মালের প্রয়োজনে দরকার ছিল বাঁশ চাষ। কাঁচা মালের অভাবই আজ শিল্প রুগ্নতার একটা প্রধান কারণ। সেই বাঁশ চাষের জমি নেওয়াও হয়েছিল কিন্তু চাষ হয়ে ওঠেনি।

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনার সরকারের শিল্প ও শিল্পপতি সম্পর্কে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির আর এক নিদর্শন আমরা দিতে চাই বিদ্যুৎ ক্ষেত্র থেকে। কলকাতা ও তার আশে-পাশে, যেখানে শিল্পে বিদ্যুৎ চাহিদা সবচেয়ে বেশি, যেখানে শহরকেন্দ্রিক জনসাধারণের বিদ্যুৎ চাহিদা ও খরচ করার ক্ষমতা বেশি, সেখানে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ-এর কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনে তা চড়া দামে বিক্রি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে গোয়েঙ্কাদের সি ই এস সি-কে। এরা আবার রাতের বেলায় পর্ষদের থেকে বিদ্যুৎ কেনে কম দামে কারণ বিদ্যুৎ চাহিদা তখন কম। বলা বাহুল্য এসবেই ভরতুকি দেয় সরকার। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছোনোর খরচ বেশী, ক্রেতাদের ক্ষমতা কম, সেখানে এতদিন সরকারি ভরতুকিতে বিদ্যুৎ বিক্রির দায়িত্ব পালন করেছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছেন যে কৃষিকাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারে আর ভরতুকি দেওয়া হবে না। অর্থাৎ ভরতুকি পাবেন গোয়েঙ্কারা—চাষীরা নন।

বজবজে সি ই এস সি-র তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী ছবিটা হবে উল্টো। সি ই এস সি-র উৎপাদিত বিদ্যুৎ চড়া দামে কিনবে ও কম দামে বেচবে বিদ্যুৎ পর্ষদ। গোয়েঙ্কাদের যেখানে যেভাবে লাভ সেখানে রাজ্য সরকার ভরতুকি দিতে চুক্তিবদ্ধ। অর্থাৎ শিল্পপতিদের সুবিধে ও চাহিদা অনুযায়ী সরকার তার নীতি ও কাজে রদবদল ঘটাচ্ছে। কিন্তু কৃষিকাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারে ভরতুকি বন্ধ।

শেষের কথা

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, এই চিঠিতে আমরা কিছু নীতিগত ও পদ্ধতিগত প্রশ্ন তুলেছি। রেখেছি কিছু জানা ও কিছু অল্প জানা তথ্য। আরো কিছু দৃষ্টান্তমূলক তথ্য নিশ্চয়ই আছে যা এই মুহূর্তে আমাদের আয়ত্বে নেই—হয়ত কিছুদিনের মধ্যে সেগুলো আবার আপনার সামনে রাখতে পারবো।

কিন্তু এই অল্প তথ্যেই যে দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা গেল, দুঃখজনক হলেও স্বীকার করতে হবে যে সেটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। অন্য রাজ্যের সরকারগুলোর থেকে এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও অঙ্গীকার নিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছিল '৭৭ সালে। সেদিনকার সেই শিশু, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পৌঁছে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির একদিকে বিরোধিতা করছে অন্যদিকে কার্যত একই রকম অর্থ ও শিল্পনীতি পশ্চিমবঙ্গ গ্রহণ করছে বা করতে চলেছে। আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক যেমন কেন্দ্রীয় সরকারী নীতির ফলে প্রায় সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ আজ আক্রান্ত, তেমনই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজের ফলে খেটে খাওয়া মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা আরো কমছে আর কর্মসংস্থানের বদলে বাড়ছে কর্মচ্যুতি।

আপনি আজকাল বিভিন্ন জায়গায় বলছেন যে এটা তো 'রিপাবলিক অফ বেঙ্গল' নয়—ফলে শেষ বিচারে সব দায় কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রথমতঃ, এটা যে রিপাবলিক অফ বেঙ্গল নয় সেটা জেনেই তো আপনারা এ রাজ্যের সরকার দখল করেছিলেন। প্রথম থেকেই এই অতি সত্য কথাটা খোলাখুলি প্রকাশ করে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের চড়া মাত্রা একটু কমিয়ে বাঁধলেই আজ আর এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত না। দ্বিতীয়তঃ, রিপাবলিক অফ বেঙ্গল না হলেও আপনার সরকার বাধ্য ছিল না শিল্প বেসরকারি-

করণ করতে; শিল্পে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করতে; শুধুই বিপুল পুঁজিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করতে; অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মসংস্থান বাড়ানোর স্বপ্ন দেখতে; বিদেশী সংস্থার থেকে নেওয়া ধারের সুদ দিতে গিয়ে পরিষেবা ও কল্যাণমূলক খাতে খরচ কমাতে; শ্রমিকদের পি এফ-গ্র্যাচুইটি-ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করতে বা কর্মসংস্থানের বদলে কর্মচ্যুতি ঘটাতে। এ সবই আজ আপনার সরকার অবাধে করছে অথচ ঠিক এইসব কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলছেন।

আপনার অনেক অসহায়তার কথা মাথায় রেখেই আমরা বলছি যে শুধু কলকাতাকে সাজাতে-গোজাতে, কলকাতায় আমোদ-প্রমোদের সুব্যবস্থা করতে, সমাজের ওপরতলার ১০ ভাগ মানুষের স্বার্থে, ১,৮৬০ কোটি টাকার 'মেগাসিটি প্রকল্পের' ৫০০ কোটি টাকারও বেশী বরাদ্দ করা হয়েছে আপনার নেতৃত্বে কলকাতাকে ঘিরে সরকারি পরিকল্পনায়। এই প্রকল্পে তাঁদের জায়গা আছে তো যাঁরা শহরের জঞ্জাল কুড়োনোর মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন? যে মানুষগুলো ফুটপাথে রাত কাটাতে বাধ্য হন তাঁদের জন্যে রাত্রিবাসের ডেরা (নাইট শেলটার) তৈরী করার ব্যবস্থা আছে তো? মেগাসিটি প্রকল্পে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, শিল্প স্থাপনের মানসিকতায়—কোথাওই ৯০ ভাগ সাধারণ মানুষের ভালমন্দ মাথায় রাখা হচ্ছে না।

যে কোনো ধরণের শিল্প গড়তে পারলেই কর্মসংস্থান দেওয়া যায় এটা আমরা বিশ্বাস করি না। আপনার উদ্যোগে যে সব শিল্প গড়া হচ্ছে তার সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক কতটুকু? সেই সব শিল্প থেকে উৎপাদিত জিনিষ-পত্তরের সঙ্গেই বা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কতটুকু সম্পর্ক? আমরাও মনে করি যে সরকারকে যত কম ভরতুকি দিতে হয় ততই ভালো। কিন্তু শুধুই ভরতুকি না দেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের মতন প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ সরকার সব শিল্পকে যাচাই করবে, এটা আমরা ঠিক বলে মনে করিনা।

আমরাও প্রযুক্তির পক্ষে—সেই প্রযুক্তি যা দক্ষতা বাড়ায় কিন্তু কর্মসংস্থান কমায় না। আমরাও শিল্প গড়ার পক্ষে কিন্তু সেই শিল্প যাতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার থাকলেও তা কর্মসংস্থান বাড়ায়; যে শিল্পের উৎপাদন দেশের বেশীর-ভাগ মানুষের কাজে আসে; যে শিল্পে বিনিয়োগ এতটা স্থূলের বোঝা বাড়ায় না যার ফলে পরিষেবামূলক ক্ষেত্রে সরকারকে খরচ কমাতে হয়।

সবকিছু জেনেও আপনারা সেই ধরণের শিল্প ও প্রযুক্তি বেছে নিচ্ছেন যার চাপে এমনকি জার্মানী, জাপান, সুইডেন, ইংল্যাণ্ড গোছের তথাকথিত এগিয়ে থাকা দুনিয়ার দেশগুলোও বেড়ে চলা বেকারির চাপে ধুঁকছে। সেই ধরণের শিল্প ও প্রযুক্তি সামনে রেখে আপনাদের মতন সরকার কর্মসংস্থান ও বিকাশের স্বপ্ন দেখছেন ও দেখাচ্ছেন।

সমস্যাটা হল—আপনারা যা বিশ্বাস করেন বলে বলেন, সেটা আপনার কাজে করেন না। পাশাপাশি আপনারা যেটা করেন সেটাই অন্য কেউ করলে প্রতিবাদ করেন এবং সেই কর্মকাণ্ডের ও নীতির ওপর আপনাদের কোনো বিশ্বাস নেই বলে বলেন। কাজ, কথা, নীতি ও প্রতিবাদ-আন্দোলন—সবই কেমন পরস্পর বিরোধী।

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, অনেক প্রতিশ্রুতির মৃত্যু ও স্বপ্নভঙ্গের বিহ্বলতাকে সামনে রেখে, সারা দেশ জুড়ে চলা অসংখ্য ক্ষোভ-বিক্ষোভ-প্রতিবাদে আপনাদের সঙ্গে নিজেদের সামিল করে নিয়েও আপনার উদ্যোগে আমাদের এই খোলা চিঠি লিখতে হল।

বিনীত—

সম্পাদক
নাগরিক মঞ্চ
ব্লক বি রুম নং ৭
১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কলকাতা-৭০০০৮৫

তাং—১৯ সেপ্টেম্বর, '৯৪

কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক চিত্র ('৯০ থেকে '৯৪)

● **রপ্তানি বৃদ্ধির হার**

'৯০-৯১ : ৯'২%

'৯৩-৯৪ : ১৯'৮%

● **বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়**

'৯০-৯১ : ২২ কোটি ৩৬ লক্ষ ডলার

'৯৩-৯৪ : ১৫০ কোটি ৭৪ লক্ষ ডলার

● **আর্থিক ঘাটতি**—গড় আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জি ডি পি) শতাংশের হিসেবে

'৯০-৯১ : ৮'৪%

'৯৩-৯৪ : ৭'৩%

● **মুদ্রাস্ফীতির হার**

'৯০-৯১ : ১২'১%

'৯৩-৯৪ : ১০'২%

● **আমদানি বৃদ্ধির হার**

'৯০-৯১ : ১৩'৫%

'৯৩-৯৪ : ১'৯%

● **অর্থের যোগান বৃদ্ধির হার**

'৯০-৯১ : ১৫'১%

'৯৩-৯৪ : ১৫'৯%

● **শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার**

'৯০-৯১ : ৮'৩%

'৯৩-৯৪ : ১'৬%

● **কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির হার**

'৯০-৯১ : ৩%

'৯৩-৯৪ : ০'৯%

☐ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ছিল ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রতি বছরে ১০০ কোটি জন দিবস সৃষ্টি করা হবে। প্রতি বছরে বাস্তবে সৃষ্টি হয়েছে ৭০ লক্ষ জনদিবস।

☐ শিল্পে বিনিয়োগ ভারতে '৯৩-৯৪তে ২'২ শতাংশ কমেছে।

☐ সারা ভারতে '৯১ সালে মোট ১৩ হাজার নতুন শিল্প ইউনিট গড়ার প্রস্তাব জমা পড়েছিল, '৯৪ সাল পর্যন্ত যার মধ্যে মাত্র ৭'৮ শতাংশ প্রস্তাব কার্যকরী হয়েছে।

☐ '৯০ সালে সারা ভারতে ৮ হাজার কোটি টাকার বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে মাত্র ১,৩৮৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব কার্যকরী হবার সম্ভাবনা। উল্লেখ্য, বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব যতটা অনুমোদিত হয়, রূপায়িত হয় তার কমবেশি ১৭ শতাংশের মতো।

☐ '৯৪ সালের রাষ্ট্র সংঘের মানব উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী বিশ্বের ১৭৩টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হলো ১৩৫তম।

☐ '৯৩ এর হিসেব অনুযায়ী ভারতে দরিদ্রতম মানুষের সংখ্যা ৪২ কোটি ৩০ লক্ষ্য যার মধ্যে ৩২ কোটি বসবাস করে গ্রামাঞ্চলে।

☐ ভারতে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ২৭ কোটি ২০ লক্ষ, যার মধ্যে মহিলা ১৬ কোটি ৯০ লক্ষ।

☐ মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশের স্বাস্থ্য সম্মত বসবাসের সুযোগ আছে।

☐ পাঁচ বছর বয়সের নীচে গড়ে বছরে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ।

বামফ্রন্ট সরকারের আর্থিক চিত্র ('৭৭ থেকে '৯৪)

• **মাথা পিছু আয়**—(জাতীয় মাথা পিছু আয়ের শতাংশের হিসেবে)

'৭৭-৭৮ : ১১১%

'৯৩-৯৪ : ৯৩%

* **শিল্প লাইসেন্স**—(সারা দেশের শতাংশে)

'৭৭-৭৮ : ৭'৭%

'৯৩ (নভেম্বর পর্যন্ত) : ২'৭২%

'৯১তে এ রাজ্যে লাইসেন্স পেয়েছে ১৮১টি শিল্প,

'৯২তে ২২৮টি ও '৯৩তে ১৭০টি।

* **শিল্প উৎপাদন**—(ভারতের মোট শিল্প উৎপাদনের শতাংশের হিসেবে)

'৭৭-৭৮ ঃ ৯·৬%

'৮৯-৯০ ঃ ৬·১%

* **এ রাজ্যে সংগঠিত শিল্পে কর্মরত শ্রমিক**

'৭৬ (ডিসেম্বর) ঃ ২৪·৯৫ লাখ

'৯৩ (মার্চ) ঃ ২৫·০৮ „

* **ধর্মঘট**—

'৭৭ ঃ ১০·৭ লাখ জন দিন

'৯৩ ঃ ৪·৪ লাখ জন দিন

* **লক আউট**—

'৭৭ ঃ ৭৮·৪ লাখ জন দিন

'৯৩ ঃ ১৫৯·৯ „ „ „

* **খাদ্য শস্য উৎপাদন**—

'৭৭-৭৮ ঃ ৮৯ লাখ ৭০ হাজার টন

'৯৩-৯৪ ঃ ১ কোটি ২০ লাখ ৩০ হাজার টন

* **বিদেশী বিনিয়োগ**—(সারা ভারতের শতাংশের হিসেবে)

'৮২ ঃ ৮·১%

'৯৩ ঃ ১·০%

[যেখানে মহারাষ্ট্রে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ '৮২-তে ৮·৭ শতাংশ থেকে বেড়ে '৯৩-তে দাঁড়িয়েছে ১৬ শতাংশে।]

* **রাজ্য আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (এস ডি পি)** খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার ('৮০-৮১র দাম স্তর অনুযায়ী)—

'৯১-৯২— ৯·৭%

'৯২-৯৩— ৪·৭%

'৯৩-৯৪— ২·৬%

* পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্কে অর্থ সঞ্চয়ের অনুপাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ—৫০ শতাংশ

মহারাষ্ট্রে— ৮০ শতাংশ

* বোম্বের একটি তথ্য সংক্রান্ত বিশিষ্ট গবেষণা সংস্থার (সি এম আই ই) হিসেবে '৯৩, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট বিনিয়োগের প্রস্তাব ছিল ২৮ হাজার কোটি টাকার, যার মধ্যে কেবল বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ১১ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা (তার বেশীর ভাগই দেশী এবং বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ)। ঐ একই সময়ে উত্তর প্রদেশে প্রস্তাব এসেছে, ৫২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকার, তামিলনাড়ুতে এসেছে ৪৩ হাজার ৯১০ কোটি টাকার। জুলাই মাসে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রীর প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী নির্মাণের পথে রয়েছে এমন ৪৫টি প্রকল্পে বিনিয়োগ হতে চলেছে ৭ হাজার ৫৫ কোটি টাকা।

* উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের ১৯৯১ সালের তুলনায় ৯২-৯৩তে বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব ৬ গুণ বেড়েছিল। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট প্রস্তাবের ১৭ শতাংশের কাছাকাছি।

সম্পাদকীয়'র বদলে.....

শারদোৎসবের আনন্দে রাজ্যবাসী যখন আনন্দিত, তখনই আমাদের এই আবেদন। সারা দেশে আজ চারলক্ষের মতো কারখানা বন্ধ। এই রাজ্যেও বন্ধ বহু কারখানা। বন্ধ কারখানার তালিকায় এই রাজ্য দ্বিতীয়। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার। তামিলনাড়ুর মতো অবাম রাজ্যও তার রাজ্যের বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণ উপযোগী ভাতা দিয়ে থাকে। আমাদের এই রাজ্যে তাও নেই। পৃথিবীর বহু দেশেই এই ভাতা চালু আছে। সাধারণ রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন আপনার কর্মস্থলের বা বাসস্থানের কাছে এইরকম শ্রমিকদের মুখে সামান্য হাসি, বুকে একটু ভরসা যোগাতে যতটা পারবেন সাহায্য করুন। সরকারের কাছে আবেদন ঃ জীবনধারণ উপযোগী ভাতার ব্যবস্থা করুন। কানোড়িয়া, ন্যাশনাল ট্যানারি, সুলেখা, রুফাগ্লাস, বেঙ্গল ল্যাম্প এর মতো কারখানার শ্রমিকরা রাজ্যের শ্রমজীবিও তাদের পক্ষের সরকারের দিকে অনেক ভরসা নিয়েই আজও তাকিয়ে আছেন।

মজদুর অধিকার রক্ষা প্রস্তুতি কমিটি

গত ১৩ আগস্ট '৯৪ জর্জভবনে, বেশ কিছু ট্রেড ইউনিয়ন ও সহায়ক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ উন্নত করা। অতীতে ই এস আই, পি এফ, পাট শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংগঠিত আন্দোলন শুরু করা হলেও সেসব কর্মসূচী তেমনভাবে দানা বাঁধতে পারেনি পারস্পরিক যোগাযোগের অভাবে। এইদিকে সভায় শ্রমিকদের নিয়ে 'মজদুর অধিকার রক্ষা প্রস্তুতি কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়কের পক্ষ থেকে প্রকাশিত খসড়া প্রস্তাবে বলা হয় বর্তমানে শ্রমিকদের মধ্যে যে সুস্থ একটা ঝোঁক দেখা দিচ্ছে প্রতিষ্ঠিত অসৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলো থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বাধীন সংগঠন গড়ে তোলার—এটাকে কাজে লাগিয়ে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে এক যুক্ত কার্যক্রমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আজ খুবই বেশী।

মজদুর অধিকার রক্ষা প্রস্তুতি কমিটি ইতিমধ্যে দু'বার আলোচনায় বসেছে। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে—

(১) রাজ্য সরকারের কাছে শ্রমিকরা তাঁদের দাবী পত্র পেশ করবেন খোলা চিঠির আকারে;

(২) পি এফ, ই এস আই নিয়ে নতুন করে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে;

(৩) খসড়া প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন কারখানা ও অঞ্চল ভিত্তিক কর্মসূচী নেওয়া হবে যার মূল উদ্দেশ্য হবে ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা করা।

স্ট্যাণ্ডার্ড ওপেক : শ্রমবিরোধ ও কোম্পানী আইন ভঙ্গ ; বিক্রি নিয়েও তদন্ত দাবি

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ওপেক ইনোভেশন আগে আম্বালাল সারাভাই গ্রুপের দুটি পৃথক ইউনিট হিসেবে স্বীকৃতি পেত। ৩০ মে '৯১ এতে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' নোটিশ ঝোলান হয়। তারপর চন্দাক অ্যাণ্ড সন্সকে চালু অবস্থায় কারখানা বিক্রি করা হয় দুটি পৃথক কোম্পানী হিসেবে। কিন্তু সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক বজায় থেকে গেছে। ১৯৯৩, ৩ সেপ্টেম্বর শ্রমিকবৃন্দের স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেক বাঁচাও কমিটি' এ বিষয়ে শ্রম বিরোধ আইন ও কোম্পানী আইন ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছে। বাঁচাও কমিটি বলেছে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক, ঘোষণাই বর্তমানে অকার্যকর। অবিলম্বে এই কারখানা চালু করতে হবে এবং অন্যায়ভাবে কাজ বন্ধ রাখার কারণে শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৫৯ টাকা ৬১ পয়সা মিটিয়ে দিতে হবে।

এছাড়াও 'বাঁচাও কমিটি' স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেক বিক্রির বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত দাবি করেছে। কারণ, আম্বালাল সারাভাই গ্রুপের ২৫ মে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা ব্যালান্স শীটে এই কোম্পানী বিক্রি করে ৪৯ লাখ ৬৩ হাজার টাকা নীট লাভ করার কথা বলা হয়েছে। বাঁচাও কমিটি মনে করে এই কারখানা বিক্রিতে দুর্নীতি হয়েছে এবং এজন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্ত করা উচিৎ। চন্দাকদের পক্ষ থেকে বি আই এফ আর, এম আর টি পি সি এবং টাটা কনসালটেন্সিকে দেওয়া সমঝোতাপত্রে কারখানা ১০ লাখ টাকায় কেনার ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে আম্বালাল সারাভাই গ্রুপ দেখিয়েছে কোম্পানীটি বিক্রি করে ২ কোটি ৮৩ লাখ ২২ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। ৩০ আগস্ট বাঁচাও কমিটি এবিষয়ে স্মারকপত্র দিয়েছে শ্রম কমিশনে। প্রতিলিপি দিয়েছে রাজ্যের তিন মন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলী, শান্তি ঘটক, প্রবীর সেনগুপ্ত ও রাজ্যের শ্রম কমিশনারকে।

আরো খবর: ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে নাগরিক মঞ্চ ও অন্যান্য কয়েকটি সংগঠনের পক্ষ থেকে এম আর টি পি সি-তে আম্বালাল সারাভাই-এর এই কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগগুলো ছিল—নানান আর্থিক কারচুপি, কোম্পানীর বে-আইনী বিভাজন, জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি বন্ধ করে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করা, পরিকল্পিত উপায়ে ওপেক ইনোভেশনকে রুগ্ন করা ইত্যাদি। এই বিষয়ে গত ১ সেপ্টেম্বর '৯৪-তে দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর কমিশন আম্বালাল সারাভাইকে 'মঞ্চ'-এর অভিযোগের জবাব লিখিতভাবে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ৪ অক্টোবর পরবর্তী শুনানী।

বন্ধ পাটকল খোলায় নতুন ঝোঁক—দ্বিপাক্ষিক চুক্তি

পশ্চিমবাংলার প্রধান শ্রমনিবিড় শিল্প চটকলে এক নতুন ঝোঁক দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন বা স্বল্পদিন বন্ধ কারখানাগুলি এখন খোলার দিকে। অন্যতম কারণ বিশ্ববাজারে পাটের তন্তু ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে মালিকরা লাভের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছেন। বাজারে কাঁচাপাটও কম দামে মিলছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের ওপর চাপানো হচ্ছে অতিরিক্ত কাজের চাপ, ছাঁটাই, বেতন কাটৌতি ও ন্যায্য পাওনাকে বিলম্বিত করার শর্ত। কিন্তু এগুলি হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক স্তরে। মন্ত্রী, আমলারাই এপথে ঠেলে দিচ্ছেন। সরকারি মধ্যস্থ দপ্তর শ্রম কমিশনকে ইচ্ছা করেই গুরুত্বহীন করা হচ্ছে। 'কারখানা সংবাদ'-এ এছাড়াও থাকছে আরও কিছু কারখানায় আন্দোলনের প্রস্তুতির সংবাদ।

● **বজবজ জুট মিল :** ১৮ মার্চ '৮৯ থেকে সাড়ে পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর ৩০ আগষ্ট '৯৪ চূড়ান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হল। **শর্ত :** প্রতি শ্রমিকের বেতন থেকে প্রতিদিন ১৯ টাকা করে কাটা হবে প্রথম দুবছর, তৃতীয় বছর ১৫ টাকা করে। ফেরৎ দেওয়া হবে পঞ্চম বছর থেকে পরের তিন বছর সুদ ছাড়াই। **শর্ত আরো :** বোনাস দেওয়া হবে দুই কিস্তিতে। বকেয়া বেতন ও ছুটির পয়সা দেওয়া হবে তৈরি মাল বিক্রি করে অন্তত এক মাস পর। চুক্তিতে সই করেছে সিটু, ইনটাক, এ আই টি ইউ সি তিনটি ইউনিয়নই। ইতিমধ্যে মারা গেছেন, আত্মহত্যা করেছেন বা অনাহারে, অর্ধাহারে শেষ হয়ে গেছেন, এমন শ্রমিকের সংখ্যাই প্রায় সাড়ে চারশোর মতো।

● **আগরপাড়া জুট মিল :** ১৪৩ জন শ্রমিককে বাইরে রেখে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কারখানা খুললো ৩০ আগষ্ট। মে, '৯৪ থেকে বন্ধ ছিল জি পি সারদাদের মালিকানার এই মিল। মোট ছাঁটাই ৩৯৩ জনের ২৫০ জনকে কেবল থোক বেতনে কাজে নেওয়া হবে। এই মিলের বিষয়ে শ্রম কমিশনে আলোচনার সময়েই শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের ডেকে বলেন শ্রম সচিবের কাছে যেতে। শ্রম সচিব বলেন দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে। ৯ম পর্যায়ে আলোচনায় সেখানেই চুক্তি হল। সরকার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

● **নর্থ শ্যামনগর জুট মিল :** ব্রিলির মালিকানার চারটি চটকলের অন্যতম এই মিল খুলেছে এক 'অভিনব' পদ্ধতিতে। দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক কোনো চুক্তিই এখানে হয়নি। যদিও অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার এম দাসের সামনেই একটি আলোচনার 'প্রসিডিংস' এই মিল খোলার ভিত্তি। প্রসিডিংস-এ কর্তৃপক্ষের হয়ে স্বাক্ষর করেছেন ম্যানেজার পি এস থাপা, যদিও ব্রিলি এই মিল সম্পর্কে বলেছে, 'যে চালাবে সব দায়-দায়িত্ব তারই।' চুক্তিতে ছিল, তৈরি মাল বিক্রি করে কাঁচামাল আনা হবে। '৯২-'৯৩ এর বোনাস পূজার আগে ৫০%, জানুয়ারীতে ২৫% এবং মার্চে বাকি ২৫% দেওয়া হবে। '৯৩-'৯৪ এর বোনাস আরও পরে দেবে কর্তৃপক্ষ। বকেয়া পি এফ-এর বিষয়ে আলোচনা হবে। গ্র্যাচুইটি বাবদ মাসে ৮ লাখ টাকা হিসাবে জমা দেওয়া হবে। সই করেছে সিটু, ইনটাক, এ আই টি ইউ সি সহ সব ইউনিয়নই।

● **হনুমান জুট মিল :** হনুমান জুট মিলকে বন্ধ করার দিকে ঠেলে দিচ্ছে মালিক-কর্তৃপক্ষ। ৩০ জুলাই '৯৪ থেকে আগষ্টের শেষ সপ্তাহের মধ্যে ৬ জনকে বিনা কারণে মিথ্যে অভিযোগে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন ওয়ার্কস কমিটি নির্বাচিত সদস্য রামলাল যাকে ওয়ার্কস কমিটির অনুমোদন ছাড়াই বেআইনী ভাবে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। শ্রমিকরা কাটৌতির বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য পি এফ থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রতিবাদে মজদুর কমিটির নেতৃত্বে লড়ছিল বলেই সম্ভবত কর্তাদের এই প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। মজদুর কমিটি শ্রম কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে। এর প্রতিবাদে শ্রমিকদের মধ্যে স্বাক্ষর অভিযান চালাচ্ছে।

● **বরানগর জুট মিল :** বরানগর জুট মিল বিষয়ে মহাকরণে বৈঠক ডেকেছিলেন শ্রমমন্ত্রী। বি সি জৈন-দের পর রাজ শেঠ অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েশন এসেছিল প্রোমোটার হিসাবে। জৈনদের প্রস্তাব ছিল দৈনিক শ্রমিক প্রতি ২০ টাকা কাটৌতির, রাজ শেঠদের ১০ টাকা কাটৌতির। ইউনিয়নগুলি মানেনি। এবার এসেছেন জনৈক কাজল সেন। প্রস্তাবে কাটৌতি নেই। তবে পি এফ, ই এস আই, গ্র্যাচুইটির বকেয়া বিষয়ে মাসে মাসে ২ লাখ ৭৫ হাজার

শোধ করবে, এবং বকেয়া বেতনের টাকা একমাসের মধ্যে শোধ করার প্রস্তাব আছে। কার্পেট ও কেন্ট ডিভিসনে পুরোপুরি 'র‍্যাশানালাইজেশন' এবং সরকারের বকেয়ার বিষয়ে ৭ বছরের ছাড় দাবি করা হয়েছে। বিদ্যুতের বকেয়া বিল কিস্তিতে শোধ করার প্রস্তাবও রয়েছে। মিলে লকআউট এখনও বেআইনী ঘোষণা না করে শ্রমমন্ত্রী 'সুপ্রিম কোর্ট থেকে নিমানিরা দায়িত্ব পেয়েছিল' বলে দোহাই দিয়েছেন। মিলের মজদুর কমিটি এই যুক্তি মানেনি। তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে। মজদুর কমিটি বাদে বাকি ৬ ইউনিয়নকে কাজল সেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সম্মতি দিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী নিজেই।

● **হেস্টিংস জুট মিল :** বাঙ্গুরদের এই মিল খুলেছে কাজোরিয়া গোষ্ঠী। ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে শ্রমিকদের কাজের বোঝা বেড়েছে। প্রতিদিন উৎপাদন করতে হবে ১২০ টন; এতদিন হতো ১০৬ টনের মতো। ত্রিপাক্ষিকের বাইরে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে ৬০ জন শ্রমিককে অন্যত্র বদলির শর্ত মেনেছে ইউনিয়নগুলি।

● **ভিক্টোরিয়া জুট মিল :** ব্রিলির এই জুট মিল খুলতে উদ্যোগী ম্যানেজার পি এস থাপা ৩১ আগষ্ট দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ডাকেন। **শর্ত :** দৈনিক উৎপাদন আরো বাড়িয়ে ৯০ টন করা; দুবছর ধরে বেতনে কাটৌতি; এই দু'বছর বকেয়া পাওয়া যাবেনা; '৯৩ জুলাইতে বসিয়ে দেওয়া ৫৯১ জনের বকেয়া ৬ মাস পরে শোধ হবে উৎপাদনে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে; কাটৌতির টাকায় ছাঁটাই শ্রমিকদের বকেয়া মেটানো হবে; মিলের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রিতে বাধা দেওয়া যাবে না ইত্যাদি। শ্রমিক ইউনিয়নগুলির এ নিয়ে বিরোধিতা আছে।

● **বেঙ্গল ল্যাম্প :** ছ' বছর ধরে বন্ধ বেঙ্গল ল্যাম্প কারখানা খোলার দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নেওয়ার এবং কারখানা না খোলা পর্যন্ত কর্মহীন শ্রমিকদের 'জীবন ধারণ ভাতা' দানের দাবিতে ২৬ আগষ্ট কনভেনশন হয়েছে সুজাতা সদনে। স্যাক্সবি ফার্মার, সুলেখা, কৃষ্ণা গ্লাস কারখানার শ্রমিকরা, এছাড়া নাগরিক মঞ্চ, এ পি ডি আর-এর প্রতিনিধি এবং সিটুর প্রবীন নেতা বীরেন রায় উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

● **ইণ্ডিয়া মেশিনারী :** ইণ্ডিয়া মেশিনারী বন্ধ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৪ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করে বিনা চিকিৎসায় ও অনাহারে মারা গেছেন। শ্রমিকরা ১০ টাকা করে শেয়ার কিনে ও ৫ টাকা করে পরিচালক স্বীকৃতির জন্য দিয়ে সমবায়কে রেজিস্ট্রি করান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ২ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর আর কিছু এগোয়নি। শ্রমিকরা পি এফের টাকা তুলতে গিয়ে নেতা ও অফিসারদের ১০% করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অগত্যা আন্দোলনের পথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন একদল শ্রমিক। এর স্বপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে খুলল ভিক্টোরিয়া জুট মিল

ত্রিপক্ষীয় শিল্প চুক্তির বাইরে আরও একটি চটকল ভিক্টোরিয়া জুট মিল খুলল। গত বছর পুজোর আগে শ্রমিক বিক্ষোভের পরিস্থিতিতে এই মিল বন্ধ হয়। এবছর ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন এই কারখানা খোলার চুক্তি হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন কারখানার জেনারেল ম্যানেজার ডি কে মুলজি এবং সিটু, ইনটাক, এ আই টি ইউ সি সহ ১৪টি ইউনিয়ন। উল্লেখ্য, গত বছরই এই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ছাড়া কোনো চুক্তিই তাঁরা করবেন না। সেই শপথ তাঁরা নিজেরাই ভাঙলেন।

নাগরিক মঞ্চ-র বার্ষিক সাধারণ সভা

২৭ নভেম্বর '৯৪, রবিবার ★ সকাল ১০টায় ★ স্থান ঃ বেলুড়

- অবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ করান।
- সহযোগী বন্ধুরাও আমন্ত্রিত। মঞ্চ অফিসে যোগাযোগ করুন।

বি আই এফ আর-এর দরবারে এ রাজ্যের শিল্প

বি আই এফ আর—একটি আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থা—রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলির শিল্পগত ও আর্থিক পুনর্গঠনে নির্মিত বোর্ড। এ বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাদের হাতে গিয়েছে পশ্চিমবাংলার ১৬৩টি সংস্থার বিষয়। তার মধ্যে মাত্র ৩২টি বেসরকারি সংস্থার পুনঃরুজ্জীবন প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। ৩৯টি সংস্থাকে পুরোপুরি বন্ধ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার পাশাপাশি আরও ৬টি সংস্থাকে বন্ধ করার প্রাথমিক আদেশ দিয়েছে বি আই এফ আর।

১৬টি সরকারি সংস্থার মধ্যে একটিরও পুনরুজ্জীবন প্রকল্প অনুমোদন পায়নি ঐ তারিখ পর্যন্ত। ৪টিকে প্রাথমিক ভাবে বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। বাকীগুলির ভবিষ্যৎ এখনো সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। ঝুলে থাকা সংস্থাগুলির মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় এন টি সি-র অধীনে ১৪টি কারখানা থাকলেও একে একটি সংস্থা হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে।

বি আই এফ আর-এর এই দ্রুতলয়ে কাজের নিদর্শন হিসেবে বলা যায় তাদের কাছে নথিভুক্ত ১নং এবং ২নং মামলাটির আজও পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। অনেক শ্রমিক নেতা একে ব্যঙ্গ করে অভিহিত করেছেন 'বোর্ড ফর ইণ্ডাস্ট্রিজ কিউনারাল রাইটস' হিসাবে।

২৮/২/৯৪ পর্যন্ত চিত্র	বেসরকারী সংস্থা	সরকার পরিচালিত সংস্থা	মোট
যতগুলি শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে	৩২	×	৩২
যতগুলি কারখানা সম্পর্কে বন্ধ করে দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অথবা আপত্তি থাকলে জানতে চাওয়া হয়েছে—	২	৪	৬
কারখানা বন্ধ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে	৩৯	×	৩৯
বাতিল অথবা গ্রহণযোগ্য নয় বলে ঘোষিত হয়েছে	২১	×	২১
যে কারখানাগুলো এই রাজ্যে অবস্থিত নয় (অফিস রাজ্যেই)	৭	×	৭
সিদ্ধান্ত হবার অপেক্ষায়	১৮	১২	৩০
চটকল এবং অন্য শিল্প যেগুলো শিল্পবাণিজ্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে আছে	২৫	×	২৫
হাইকোর্টে স্থগিতাদেশ পেয়েছে	১	×	১
এখনও পর্যন্ত কোনো শুনানী হয়নি	২	×	২
মোট নথিভুক্ত সংখ্যা	১৪৭	১৬	১৬৩

নাগরিক মঞ্চের প্রকাশিত বই

* আক্রান্ত শ্রমিক '৯৪ দাম ৪০ টাকা
* ইস্কো : বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টা „ ৩·০০ টাকা
* বি আই এফ আর সম্পর্কে জানার কথা „ ৪·০০ টাকা
* ই এস আই (বাংলা/হিন্দি) „ ৩·০০ টাকা

যন্ত্রস্থ : (১) পাটচাষ সম্পর্কে সমীক্ষা ও বিকল্প উদ্যোগ
(২) রাজ্য সরকারি শিল্পগুলি সম্পর্কে সমীক্ষা

প্রাপ্তিস্থান :
নাগরিক মঞ্চ দপ্তর
কলকাতা-৮৫

বুক মার্ক
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা-৮৫ (ফোন-৩৫০-৮৪১২) হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং পাবলিসিটি ১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট কলি-৯ হইতে মুদ্রিত।